ইউনিট ১৭

বস্ত্র ধৌতকরণ

ভূমিকা

পোশাক পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতার ওপর পোশাকের সৌন্দর্য ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে। তাই পরিধেয় বস্ত্র পরিষ্কার করতে হলে সেগুলো নিয়মিতভাবে ধোয়া বা পরিষ্কার করা প্রয়োজন হয়। সময়মত ময়লা কাপড় না ধুলে কাপড়ের আকার আকৃতি ও ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়। অনেক সময় দামি কাপড়ও পরিধানের অযোগ্য হয়ে পড়ে। সাধারণত সাবান, সোডা বা অন্য কোন পরিষ্কারক দ্রব্য দিয়ে কাপড় পরিষ্কার করা হয়। কিন্তু শুধু কাপড় পরিষ্কার করলেই হয় না। কাপড়ের স্বাভাবিক আকার, আকৃতি ও উজ্জ্বলতাও ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। এজন্য দরকার মতো কাপড়ে নীল দেয়া, মাড় দেয়া, ইস্ত্রি করা ইত্যাদি আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়াও বস্ত্র ধৌতকরণের অন্তর্ভুক্ত। বস্ত্র ধৌতকরণের মূল উদ্দেশ্য দুটি–

১. সাবান বা পরিষ্কার দ্রব্যের সাহায্যে কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করা।
২. ধোওয়ার পর কাপড়ের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনার জন্য আনুষঙ্গিক দ্রব্য ব্যবহার করা।

কাপড় পরিষ্কার করার জন্য বাজারে বিভিন্ন প্রকার পরিষ্কারক দ্রব্য দেখা যায়। এর মধ্যে সাবান, সোডা, লিকুইড, বা তরল সাবান, গুঁড়া সাবান, ব্লিচিং পাউডার ও রিঠা উল্লেখযোগ্য। এসব পরিষ্কারক দ্রব্য কাপড়ের অভ্যন্তরে গিয়ে কাপড়ের স্বাভাবিক ময়লা ও তেলজাতীয় ভাব দূর করে। কাপড়কে উজ্জ্বল করে। তবে কাপড়ের প্রকৃতি অনুসারে পরিষ্কারক দ্রব্য বাছাই করতে হয়। কারণ কাপড়ের ধরন ও ময়লা নোংরার অবস্থাভেদে মৃদু বা বেশি ক্ষারযুক্ত সাবান বা সোডা ব্যবহার করতে হয়। আবার বেশি ময়লা সাদা কাপড় বা মার্কিন কোরা, রেশমি বা কম ময়লা কাপড়ের জন্য গুঁড়ো বা তরল সাবান ব্যবহার করা চলে। তবে রিঠাও একটি পরিষ্কার দ্রব্য হিসেবে প্রাচীন কাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।এটি এক ধরনের বন্যফল, মুদির দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। বিচি ফেলে ৬/৭ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে পরে ভালো করে চটকিয়ে নিলে ফেনা বের হয় এবং তাতে কাপড় ধোয়া যায়। তবে রিঠা রেশমি ও পশমি বস্ত্র ধোওয়ার জন্য বেশি উপকারী। কারণ এতে বস্ত্রের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা বজায় থাকে।

এ ইউনিটের বিষয়বস্তুকে ৪টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে

- পাঠ-১৭.১ : রেশমি বস্ত্র ধৌতকরণ
- পাঠ-১৭.২ : পশমি বস্ত্র ধৌতকরণ

- পাঠ-১৭.৩ : রেশমি ও পশমি বস্ত্র শুষ্ক ধৌতকরণ পদ্ধতি, সাধারণ ধোয়ার নিয়ম
- পাঠ-১৭.৪ : সুতি ও লিনেন বস্ত্রের ধৌতপ্রাণালি

পাঠ ১৭.১

রেশমি বস্ত্র ধৌতকরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- রেশমি বস্ত্র ধৌতকরণের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- রেশমি বস্ত্র ধৌতকরণের ডিটারজেন্টগুলোর নাম উল্লেখ করতে পারবেন।
- রেশমি বস্ত্র ধৌতকরণের সাবধানতা অবলম্বন করতে পারবেন।

রেশমি বস্ত্র একটি অভিজাত বস্ত্র। এই বস্ত্র ধৌতকরণে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে হয়। কারণ এই বস্ত্র একবার নষ্ট হলে আর পরার যোগ্য হয় না।

পদ্ধতি

ধোয়ার আগে রেশম বস্ত্র রঙিন ও সাদা আলাদা করতে হয়। কারণ রঙিন বস্ত্রের সাথে মিশে রং সাদা বস্ত্রে লেগে যেতে পারে। কাপড় প্রথমে ঝেড়ে ধুলাবালি পরিষ্কার করতে হয়। কোন বস্ত্র ছেড়া থাকলে সেগুলো পূর্বে মেরামত করতে হয়। মৃদু গরম পানি এবং কম ক্ষারযুক্ত সাবান ব্যবহার করতে হয়। রেশমি বস্ত্র ধোয়ার জন্য রিঠা, ভালো সাবান ও সাবানের গুঁড়া ব্যবহার করা চলে এবং এ ডিটারজেন্টগুলো থেকে যেকোন একটিকে হালকা গরম পানিতে গুলে বস্ত্রটিকে পানিতে নাড়াচাড়া করে ধুয়ে ফেলতে হয়। পরে ঠান্ডা পানিতে ধুতে হয়। তারপর হাতে চেপেচেপে পানিতে ঝরাতে হয় ও ছায়ায় নেড়ে দিতে হয় এবং সামান্য ভিজা ইস্ত্রি করতে হয়। ইস্ত্রিকে বেশি গরম করে ইস্ত্রি করলে বস্ত্রে হলুদ দাগ পড়তে পারে ও পুড়েও যেতে পারে। এবং রঙিন রেশমি বস্ত্র ধোয়ার সময় ঠান্ডা পানিতে প্রতি গ্যালনে এক চামচ লবণ ও এক চামচ ভিনেগার মিশিয়ে নেওয়া উচিত। এতে রঙিন কাপড় ঠিক থাকে। তারপর শুকানো ও ইস্ত্রি সাদা রেশমি বস্ত্রের অনুরূপ করতে হয়।

রেশমি বস্ত্র ধোওয়ার কয়েকটি লক্ষণীয় বিষয়

১. প্রথমে কুসুম গরম পানি এবং পরে ঠান্ডা পানি ব্যবহার করতে হয়।
২. বেশি ক্ষারযুক্ত সাবান রেশমি কাপড়ে ব্যবহার করা উচিত নয়।
৩. রেশমি বস্ত্র বেশিক্ষণ পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয় না।
৪. রেশমি কাপড় ঘষে ময়লা পরিষ্কার করতে চাইলে ছিঁড়ে যাওয়ার ভয় থাকে।
৫. পানি নিংড়ানোর সময় মোচড়ানো উচিত নয়।
৬. রঙিন ও ছাপা রেশমি বস্ত্রে লবণ ও ভিনেগার ব্যবহার করা উচিত।
৭. অনেকবার ধোয়ার পর কাঠিন্য ঠিক রাখার জন্য গঁদের বা এরারুটের হালকা মাড় ব্যবহার করা যায়।

৮. রেশমি বস্ত্র সবসময় ছায়ায় শুকাতে হয়।
৯. সামান্য ভিজা থাকতে রেশমি কাপড় ইস্ত্রি করতে হয়।
১০. অধিক গরম ইস্ত্রি দিয়ে রেশমি কাপড় ইস্ত্রি করা ঠিক নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১। রেশমি বস্ত্রের পানি ঝরাতে হয়
(ক) মোচড়িয়ে (খ) আস্তে আস্তে
(গ) চেপে চেপে (ঘ) ঝুলিয়ে রেখে

২। রেশমি কাপড়ের আকৃতি নষ্ট হয়
(ক) বিছিয়ে রাখলে (খ) ঝুলিয়ে রাখলে
(গ) মোচড়ালে (ঘ) রগড়ালে

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বস্ত্রের উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনার জন্য কী করা দরকার লিখুন।
২. রেশমি বস্ত্র ধৌতকরণ পদ্ধতি লিখুন।

উত্তরমালা ঃ

১। গ, ২। গ

পাঠ ১৭.২

পশমি বস্ত্র ধৌতকরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- পশমি বস্ত্র ধৌতকরণ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- পশমি বস্ত্র ধৌতকরণ ডিটারজেন্টগুলোর নাম উল্লেখ করতে পারবেন।
- পশমি বস্ত্র ধৌতকরণে সক্ষম হবেন।

শীত প্রধান দেশের প্রধান পশমি বস্ত্র। এই বস্ত্র ধৌতকরণে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন কতে হয়। পশমি বস্ত্র তুলনামূলক ভাবে দামি। সঠিকভাবে যত্ন না নিলে নষ্ট হতে পারে। ধোয়ার সময় বেশিক্ষণ ভিজিয়ে রাখতে হয় না। পশমি বস্ত্র ধোয়ার সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। যেমন ধোয়ার আগে কাপড়ের স্বাভাবিক আকৃতি একটি কাগজে একে রাখতে হয়। কারণ ধোয়ার পর ভেজা অবস্থায় ঝুলিয়ে দিলে আকৃতি নষ্ট হতে পারে। সেজন্য বিছিয়ে রেখে শুকাতে হয়। তাতে কাপড়ের আকার ও আকৃতি বজায় থাকে পশমি কাপড় ধোয়ার জন্য মৃধু গরম পানি ব্যবহার করতে হয়। বেশি গরম বা ঠান্ডা পানি ব্যবহার করা ঠিক নয়। পানিতে অল্প ক্ষার যুক্ত সাবান অথবা রিঠা ব্যবহার করলে ভালো হয়। কাপড়টি পানিতে ভিজিয়ে সাবধানতার সাথে রগড়াতে হয়। কয়েকবার পানি বদলিয়ে ধুতে হয়। কখনও মুচড়িয়ে পানি নিংড়ানো উচিত নয়। পুরু তোয়ালে দিয়ে চেপে কিছুটা পানি শোষণের পর আকার অংকনকৃত কাগজের ওপর টান করে ছড়িয়ে দিতে হয়। ধোয়ার ফলে যে সংকোচন হয় এভাবে শুকালে বস্ত্রের স্বাভাবিক আকৃতি বজায় থাকে। অল্প ভিজা থাকতে সামান্য গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করে ইস্ত্রি করতে হয়। সাদা ও রঙিন পশমি বস্ত্র রং লেগে যাওয়ার ভয়ে পৃথক পৃথক ধোয়া ভালো।

পশমি বস্ত্র ধোয়ার কয়েকটি লক্ষণীয় বিষয়

১. বেশি গরম বা বেশি ঠান্ডা পানি ব্যবহার করা ঠিক নয়।
২. অল্পক্ষারযুক্ত সাবান গুঁড়া বা রিঠা ব্যবহার করতে হয়।
৩. বেশিক্ষণ ভিজিয়ে রাখা ঠিক নয়।
৪. পশমি বস্ত্র ধোয়ার সময় ঘষতে হয় না।

৫. পানি শোষণের জন্য পুরু তোয়ালে ব্যবহার করা উচিত এবং মোচড়ানো ঠিক নয়।
৬. বেশি গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করা ঠিক নয়।
৭. ইস্ত্রি করে কিছুক্ষণ খোলা বাতাসে রাখতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পশমি কাপড় ইস্ত্রি করতে হয় কিভাবে
(ক) শুষ্ক অবস্থায় (খ) অল্প ভিজা থাকতে
(গ) পানি দিয়ে (ঘ) বাতাসে রেখে

২। পশমি কাপড় ধোয়ার জন্য কোনটি উপকারী
(ক) সাবান (খ) সোডা
(গ) রিঠা (ঘ) ব্লিচিং পাউডার

রচনামুলক প্রশ্ন

১. পশমি বস্ত্র ধোয়ার লক্ষণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ করুন।

উত্তরমালা ঃ

১। খ ২। গ

পাঠ ১৭.৩

রেশমি ও পশমি বস্ত্র শুষ্ক ধৌতকরণ পদ্ধতি, সাধারণ ধোয়ার নিয়ম

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- রেশমি বস্ত্র শুষ্ক ধৌতকরণ পদ্ধতিতে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবেন।
- পশমি বস্ত্র শুষ্ক ধৌতকরণের সাবধানতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শুষ্ক রেশমি ও পশমি বস্ত্র ধৌতকরণে সক্ষম হবেন।

পানি ব্যবহার না করে অন্য বিশেষ ধরনের কিছু রাসায়নিক পরিষ্কারক দ্রব্য ব্যবহার করে কাপড় পরিষ্কার করাকেই কাপড় শুষ্ক ধৌতকরণ বলে। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, সাবান সোডার সাহায্যে পানি দিয়ে সাধারণ পদ্ধতিতে রেশমি ও পশমি বস্ত্রের রং চটে যাওয়ার আশংকা থাকে। এইসব কারণে রেশমি ও পশমি কাপড় বেশিরভাগ সময় শুষ্ক ধৌতকরণ পদ্ধতিতে ধোয়া হয়। শুষ্ক ধোলাইয়ের জন্য অনেক প্রকার রাসায়নিক তরল পদার্থ বা দ্রাবক ব্যবহৃত হয়। এসব তরল পদার্থ সম্পূর্ণ জলশূন্য থাকে। আর এতে কিছুটা পানি থাকলেও তা তুলা বা কোন প্রকার শোষক দিয়ে জলশূন্য করা হয়। কেননা এ জাতীয় তরলে পানি থাকলে তা দিয়ে কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করা যায় না। আবার কোন তরল পদার্থ আছে যা সহজে উড়ে যায় না। এতে কাপড় দেরিতে শুকায়। যে কারণে মাঝামাঝি উদ্বায়ী তরলই শুষ্ক ধোলাইয়ের জন্য উত্তম। শুষ্ক ধোলাইয়ের জন্য বাজারে অনেক রকম পরিষ্কারক দ্রব্যাদি বা তরল পদার্থ পাওয়া যায় এদের মধ্যে পেট্রোলিয়াম, ইথার, টারপেনটাইল, কার্বন টেট্রাক্লোরাইট উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে পেট্রোলই বেশি ব্যবহৃত হয়। কারণ পেট্রোল অপেক্ষাকৃত সস্তা ও সহজলভ্য। পেট্রোল দাহ্য পদার্থ বলে ব্যবহারের সময় সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।

শুষ্ক ধোয়ার নিয়মাবলি

প্রথমে কাপড় থেকে আলগা ময়লা ঝেড়ে ফেলতে হয়। পরিষ্কারক তরল পদার্থটিকে জলশূন্য করে নিতে হয়। পর পর ৩/৪ টি পাত্রে ঐ জলশূন্য তরল পদার্থটিকে সাজিয়ে রাখতে হয়। প্রথম পাত্রের তরলে কিছুটা বেনজিন সাবান বা লিসাপল জাতীয় রাসায়নিক দ্রব্য মিশালে ভালো হয়। কাপড়টি প্রথম পাত্রের তরলে ডুবিয়ে রগড়িয়ে তুলতে হয়। তারপর কাপড়টি হাতে চেপে যথা সম্ভব তরল পদার্থ বের করে পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পাত্রের তরলে ধুয়ে নিতে হয়। এভাবে ধোয়ার পর কাপড়টি ছায়ায় শুকাতে হয়। শুকানোর সময় কাপড়টির মূল আকার সংরক্ষণের জন্য মাপে মাপে টেনে পূর্বের আকারে এনে দিতে হয়। এতে কাপড়ের আকার সংকুচিত হয় না। শুকানোর পর ভেজা কাপড় বিছিয়ে ইস্ত্রি করে নিতে হয়। শুষ্ক ধৌতকরণ পদ্ধতিতে কয়েকটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হয়। যেমন-

- কাপড় ধোওয়ার স্থানে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকা দরকার।
- কাপড় ধোয়ার স্থানে বা কাছাকাছি স্থানে যেন খোলা আগুন না থাকে।
- কাপড় ধোয়ার সময় তরল পদার্থ যেন মেঝেতে না পড়ে।

এভাবে রেশমি ও পশমি বস্ত্র সহজে শুষ্ক উপায়ে বাড়িতে ধোওয়া যায়। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমানে শহর এলাকায় কাপড় ধোলাই কারখানায় (লন্ডিতে) আধুনিক স্বয়ংক্রিয় শুষ্ক ধৌতকরণ যন্ত্র ব্যবহার করে অধিক পরিমাণে রেশমি, পশমি ও অন্যান্য দামি বস্ত্র ধোওয়া হয়ে থাকে।

কাপড় ধোওয়ার ব্যাপারে অভিজ্ঞতা থাকা ভালো। অভিজ্ঞ লোক, বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান কাপড় ধোয়ার জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১৭.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১. রেশমি ও পশমি কোন পদ্ধতিতে ধোয়া ভালো?
   (ক) গরম পানি ব্যবহার করে (খ) ঠান্ডা পানি ব্যবহার করে
   (গ) সাবান ও সোডা ব্যবহার করে (ঘ) শুষ্ক পদ্ধতিতে

২. শুষ্ক ধোয়ার জন্য রেশমি ও পশমি কাপড়ে কোন তরল পদার্থটি ব্যবহার করা ভালো?
   (ক) কম উদ্বায়ী (খ) বেশি উদ্বায়ী
   (গ) টারপেনটাইন (ঘ) মাঝামাঝি উদ্বায়ী

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বস্ত্রের উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনার জন্য কী করা দরকার?
২. রেশমি বস্ত্র ধৌতকরণ পদ্ধতি লিখুন।
৩. পশমি বস্ত্র ধৌতকরণ পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
৪. শুষ্ক ধৌতকরণ কাকে বলে?
৫. সাধারনভাবে বস্ত্র ধোয়ার নিয়মাবলি ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা ঃ

১। ঘ ২। ঘ

পাঠ ১৭.৪

সূতি ও লিনেন পোশাকের ধৌত প্রাণালি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- সূতি ও লিনেন বস্ত্র ধৌতকরণের পূর্বে কিভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সূতি ও লিনেন বস্ত্র পদ্ধতিগতভাবে কিভাবে ধুতে হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সূতি ও লিনেন বস্ত্র কিভাবে নীল ও মাড় দিতে হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

সূতি ও লিনেন ধৌতকরণ

সূতি ও লিনেন পোশাক ধৌত প্রাণালি প্রায়ই এক প্রকার। তাই একই সংগে দুই প্রকার পোশাকের ধৌত প্রাণালি দেয়া হল।

সূতি ও লিনেন কাপড় আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের কাপড়। এইগুলি ব্যবহৃত হয় বেশি। তাই ময়লাও হয় বেশি। এই কাপড়গুলি প্রতিদিনই কিছু না কিছু ধৌত করতে হয়। সুতি ও লিনেন কাপড় ধৌত করতে হয়। সুতি ও লিনেন কাপড় দিয়ে বিভিন্ন ধরনের পোশাক তৈরি করা হয়। আমাদের নিত্য ব্যবহার্য কাপড় চোপড় বেশিরভাগই সুতি ও লিনেন কাপড় দিয়ে তৈরি। এদের রং ও আকার বিভিন্ন প্রকার হয়। তাই সব কাপড় একসঙ্গে ধোয়া যায় না। তাই ভাগে ভাগে কাপড় বেছে রাখতে হয়।

বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা কাপড় পরিষ্কার করার জন্য ময়লার তারতম্য অনুসারে সুতি ও লিনেন বস্ত্রকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

(ক) অল্প ময়লা কাপড় -- কম ময়লা যুক্ত কাপড় একসাথে করে ধুলে পরিশ্রম ও পরিষ্কারক দ্রব্য কম খরচ হয়।

(খ) মাঝারি ময়লা কাপড় --- অধিক ময়লা কাপড়ের সাথে মাঝারি ময়লা কাপড় না মিশিয়ে আলাদা ধুলে পরিশ্রম ও খরচ কমে।

(গ) অধিক ময়লা কাপড়-- এগুলো ধুতে অনেক সাবান পানি ও পরিশ্রম হয়। তাই এগুলো আলাদা ধোয়া ভালো।

(ঘ) ছোট রুমাল, মোজা, টাওয়াল ইত্যাদি আলাদা ধোয়া ভালো। এগুলো বড় কাপড়ের সাথে মিশে গেলে পরিষ্কার করতে অসুবিধা হয়। অনেক সময় হারিয়ে ও যেতে পারে।

ধোয়ার পদ্ধতি

পানিতে ভিজানো

ধোয়ার পৃথক কাপড় পৃথক পৃথক ভাবে ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। রুমাল জাতীয় কাপড় অনেক ধরনের নাকের ময়লা, কফ, থুথু থাকতে পারে। সেগুলো আলাদা পানিতে ভিজানো উচিত। ময়লার তারতম্য অনুসারে সাবান ও সোডা বা ডিটারজেন্ট মেখে পানিতে ভালোভাবে ভিজিয়ে রাখতে হবে। সাধারণত ৪ ঘন্টা থেকে ১২ ঘন্টা ময়লার পরিমাণের উপর নির্ভর করে ভিজিয়ে রাখতে হবে। কাপড় ভিজিয়ে রাখার আগে পানির মৃদুতা ও ক্ষারতা অর্থাৎ

বিশুদ্ধ পানি বা নরম পানি খরপানি বা কঠিন পানি, দেখে ভিজাতে হবে। কঠিন বা খর পানিতে কাপড় ভিজাতে নেই। কারণ খর পানিতে কাপড় পরিষ্কারের বদলে অপরিষ্কারই বেশি হবে। সাবান ও সোডার অপচয়ই হবে কেবল। সুতি ও লিনেন কাপড় মৃদু বা নরম পানিতে ধোয়া উচিত। যেখানে মৃদু পানি নাই সেখানে খর পানিকে মৃদু পানি করে ব্যবহার করতে হবে। পানিতে কিছুক্ষণ পরিষ্কারক দ্রব্য ব্যবহার করে ভিজিয়ে রাখলে ময়লা, ধুলাবালি আলাদা হয়ে যাবে। ইতোপূর্বে ব্যবহৃত মাড় দেয়া থাকলে সেগুলোও পৃথক হয়ে যাবে।

ফুটিয়ে ময়লা দূর করা

উপরোক্ত সাবান পানিতে ধোয়ার ফলেই কাপড়ের ময়লা দূর হবে। ময়লা পরিষ্কারের পর কাপড়ের ধবধবে সাদা ভাবটি কিন্তু কাপড়ে ফুটে উঠে না। সেজন্য কাপড়কে ফুটিয়ে ময়লা দুর করে স্বাভাবিক সাদাসাদা ভাবটি ফিরিয়ে আনতে হয়। মৃদু বা নরম পানিকে ফুটানোর জন্য ব্যবহার করতে হবে। খর পানিতে কাপড় ফুটিয়ে নিলে কাপড় আরো অপরিষ্কার হবে। গরম পানিতে কাপড় আরো অপরিষ্কার হবে। কয়েকবার গরম পানিতে ধুয়ে পরে ঠান্ডা পানিতে ধুতে হবে। লিনেন কাপড় না ফুটালে ও চলে। তবে বেশ কয়েকবার কাপড়কে পানিতে ধুতে হবে। কাপড়ের ভেতর থেকে যেন সাবান বা সোডার গন্ধ একেবারে চলে যায়। কাপড় ধোয়ার পর ভালো করে চিপে পানি বের করে ঘাসের উপর রোদে দিলেও কাপড়ের সাদা ভাব ফুটে উঠে।

নীল দেয়া

কাপড়ের হলদে ভাব দূর করার জন্য সাদা সুতি বা লিনেন কাপড়ে মাড়ের সাথে প্রয়োজন অনুপাতে নীল দেয়া যেতে পারে। আজকাল বাজারে বেশ উন্নত মানের তরল নীল পাওয়া যায়। আন্দাজমত পানিতে মিশিয়ে কাপড়ে নীল দিলে কাপড় বেশ পরিষ্কার হয়।

নীল দেয়ার পদ্ধতি

১. প্রথমে একটা ছোট পাত্রে নীল গুলিয়ে নিতে হবে।
২. নীল ভালোভাবে না গুলিয়ে নিলে কাপড়ের গায়ে নীল কমবেশি লেগে লেগে থাকে।
৩. নীল গুলিয়ে পাতলা কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিলে ভালো হবে।
৪. বেশিক্ষণ নীল পানিতে কাপড় ভিজিয়ে রাখতে হবে না। বেশিক্ষণ ভিজিয়ে রাখলে কাপড়ে নীলের দাগ পড়বার সম্ভবনা থাকে।
৫. কাপড় দিয়ে পরে নীল বা নীলের গুঁড়া কখনো যেন দেয়া না হয়।
৬. একবার একটি করে কাপড় দিয়ে নীল থেকে তুলে নিতে হবে।

মাড় দেয়া

মাড় ও নীল একসাথেও দেয়া যায়। আবার পৃথক পৃথকভাবেও দেয়া যায়। মাড় তৈরি করা যায়। এরারুট বাজারে পাওয়া যায়। এরারুটই উৎকৃষ্ট মাড় তৈরি করে। তাছাড়াও পরিষ্কার ভাত সিদ্ধ মাড়ও ব্যবহার করা যায়। মাড় প্রয়োজনমত ঘন বা পাতলা করতে হয়। কমবেশি মাড় ব্যবহারও কাপড়ের জমিনের উপর নির্ভর করে। নিত্য ব্যবহারের কাপড়ে পাতলা মাড় ব্যবহার করা চলে। আবার পাতলা কাপড়ে ঘন মাড় দিতে হয়। মাড়ের ব্যবহারে পাতলা কাপড়ে আকার ঠিক থাকে। মাড় দিলে কাপড়ের চকচকে ভাব ফিরে আসে।

ইস্ত্রি করা সুতি ও লিলেন কাপড় শুকানোর পর ইস্ত্রি করতে হয়। ইস্ত্রি করে আকার ঠিক করতে হয়। সুতি ও লিনেন কাপড় বেশি তাপে ইস্ত্রি করা যায়। কাপড় ইস্ত্রি করার সময় পানি দিয়ে কাপড় নরম নিতে হয় তাতে ইস্ত্রি ভালো হয়। ইস্ত্রি করে কিছুক্ষণ বাতাসে রেখে তারপর তুলে রাখতে হবে।

সারাংশ

সূতি ও লিনেন প্রাকৃতিক তন্তু এসব কাপড় ধৌতকরণে খুব বেশি সাবধানতা প্রয়োজন হয় না। গরম পানি, সোডা সাবান ইত্যাদি প্রয়োজনমত ব্যবহার করে কাপড় পানিতে ধোয়া যায় সহজে। তবে মৃদু বা নরম পানি অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। কাপড়ে মাড় ও নীল দিয়ে কাপড়ের সাদাসাদা ভাব ফুটিয়ে তুলতে হবে। ঘাসে রোদে দিলে কাপড় শুকানো ভালো হয় সাদাটে ভাবে ফুটে উঠে। গরম ইস্ত্রি দিয়ে ইস্ত্রি করা যায়। ইস্ত্রি করে কিছুক্ষণ বাতাসে রেখে তবে তুলে রাখতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১৭.৪

সঠিক উত্তরের পাশে (√) টিক চিহ্ন দিন।

১. সূতি ও লিনেন কাপড় কোন পানিতে ধুতে হয়?
   (ক) কঠিন পানি (খ) মৃদু বা নরম পানি
   (গ) অর্ধ নরম পানি (ঘ) যেকোন পানি

২. সূতি ও লিনেন কাপড় মাড় দিলে কী হয়?
   (ক) চকচকে ভাব ফিরে আসে (খ) কাপড় শক্ত হয়ে যায়
   (গ) কাপড়ের শক্তি বাড়ে (ঘ) কাপড় ভালো থাকে।

৩. নীল তৈরি করতে নীলের পরিমাণ কেমন হওয়া উচিত?
   (ক) প্রয়োজনমত নীল দিতে হয় (খ) যেকোন পরিমাণ দেয়া হয়
   (গ) নীলের পরিমাণ বেশি দিতে হয় (ঘ) পানির পরিমাণ কম নিতে হয়

৪. মাড় কী দিয়ে তৈরি করা হয়?
   (ক) আটা দিয়ে (খ) ভাত গলিয়ে
   (গ) এরারুট দিয়ে (ঘ) যেকোনটা দিয়ে

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সূতি ও লিনেন কাপড় ধৌতকরণ পদ্ধতি লিখুন।
২. সূতি ও লিনেন কাপড়ে মাড় ও নীল দেয়া নিয়মগুলো লিখুন।

উত্তরমালা ঃ

১। খ, ২। খ, ৩। ক, ৪। গ